ইংল্যান্ডের হারে হতাশার ছাপ সমর্থকদের মুখে

আমরা কম সময়ে অনেক দূর এসেছি : সাউথগেট

সায়ন্তন সেন

জার্মানি, আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, স্পেন ও ব্রাজিলের পর এবার বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল ইংল্যান্ড। সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১-২ গোলে হারের পর এবারের মতো বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেল ইংরেজদের। আর ইংল্যান্ডকে হারানোয় ক্রোয়েশিয়া ফাইনালে খেলবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। যারা বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে খেলার টিকিট পেয়েছে। জার্মানি, আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, স্পেন ও ব্রাজিলের মতো বড় বড় দল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় হতাশার ছাপ সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। কলকাতার ফুটবল ভক্তদের কাছেও যে হতাশা কোনও অংশে কম নয়। সেই হতাশাটা আরও বেড়ে গেল বিশ্বকাপ থেকে ইংল্যান্ড ছিটকে যাওয়ার পর। কলকাতায় আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, জার্মানির মতো ব্রিটিশ সমর্থক না থাকলেও তার সংখ্যাটা খুব একটা কম নয়। কলকাতার বেশ কিছু সমর্থক হ্যারি কেনের জন্য ইংল্যান্ডকে নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিলেন। আশাটা একটু একটু করে বাড়ছিল যখন প্রত্যেক ম্যাচে হ্যারি কেন গোল করছিলেন। কিন্তু সেমিফাইনালেই সব শেষ। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড শুধু হারলই না, কলকাতার মানুষের ইংল্যান্ডকে নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে থাকা শেষ স্বপ্নটাও আর বাস্তবে রূপ পেল না। তার ওপর তাঁরা আরও হতাশ হলেন সেমিফাইনালের মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচে তাঁদের প্রিয় তারকা এবারের বিশ্বকাপে সোনার বুট জেতার অন্যতম প্রধান দাবীদার হ্যারি কেনের ঝড় দেখতে না পাওয়ায়। হ্যারি কেন যদিও একটা সুযোগ পেয়েছিলেন সেটা বারে লেগে ফিরে আসে। কলকাতার ইংল্যান্ড সমর্থকরা কতটা হতাশ তা তাদের প্রশ্ন করেই জানা গেল। যেমন ফোর্থ বেল থিয়েটারের নাট্যকর্মী ইংল্যান্ডের বড় ভক্ত জিৎ দাস জানালেন, 'ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড জিতবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তারা এত খারাপ খেলল যে কিছু বলার নেই। অনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে ইংল্যান্ড। সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে যেটা কখনোই আশা করা যায় না। আমাদের দলের তারকা ফুটবলার হ্যারি কেনকে ওরা গোল করার কোনও সুযোগ দেয়নি। তবে শেষ কয়েকটি বিশ্বকাপের তুলনায় এবার অনেকটাই ভাল খেলেছে। আশা করছি ফাইনালটা বেশ জমজমাট হবে।' আরেক থ্রি লায়ন্স সমর্থক সুমন দাস জানালেন, 'ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড শুরুটা ভাল করেছিল। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখতে পারেনি। যার খেসারত দিতে হল ম্যাচের শেষে। ক্রোয়েশিয়া অনেক ভাল ফুটবল খেলেছে। ফাইনালে ফ্রান্স-ক্রোয়েশিয়ার লড়াইটা বেশ ভালই হবে। ক্রোয়েশিয়া বিশ্বকাপ জিতলে বিশ্বফুটবলের জন্য একটা ভাল নিদর্শন হবে। এদিকে সেমিফাইনালের পর নিজের হতাশাটা ট্যুইট করে জানালেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। তিনি লিখেছেন, 'এই হারটা মেনে নেওয়া কুবই কঠিন। তবে এই বিশ্বকাপে আমরা যা পারফরম্যান্স করেছি তার জন্য গর্ববোধ করতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের এভাবে সমর্থন করার জন্য। সেমিফাইনালে ফ্রি-কিক থেকে ইংল্যান্ডে হয়ে গোল করা কাইরান ট্রিপার জানিয়েছেন, 'ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হারটা আমাদের আঘাত দেবে। গত দু সপ্তাহ ধরে বিশ্বকাপ খেলে আমাদের অনেক ইতিবাচক অভিজ্ঞতা পেয়েছি যা আমাদের আগামী দিনে সাফল্য পেতে সাহায্য করবে।'

এছাড়াও কাইল ওয়াকার, মার্কাস রাশফোর্ড, হ্যারি ম্যাগুইরাও থ্রি লায়ন্সের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ট্যুইট করেন। দল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর কোচ গ্যারেথ সাউথগেট জানিয়েছেন, 'আমরা কম সময়ের মধ্যে অনেক দূর এসেছি। ১৯৯০ সালের পর সবথেকে কমবয়সি দল হিসারে ইংল্যান্ড শেষ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। কলম্বিয়া ও সুইডেনের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর আমরা ভেবেছিলাম ক্রোয়েশিয়াকে হারাতে পারব। কিন্তু সেটা আর হল না। আমাদের প্রথম গোল করার পর দ্বিতীয় গোলের জন্য ঝাঁপাতে হত। কিন্তু যখন ভাবলাম দ্বিতীয় গোল করব তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা গোল করার বেশ কিছু ভাল সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কাজে আসেনি। তবে আমাদের দল আরও শক্তিশালী হবে এবং এই বিশ্বকাপ থেকে আমরা অনেক ভাল কিছু নিয়ে যেতে পারব। যাই হোক ইংল্যান্ডকে সমর্থন করার জন্য আমি সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তারা যেভাবে আমাদের প্রত্যেক ম্যাচে সমর্থন জুগিয়ে গেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, পরের বিশ্বকাপে আমরা আরও ভাল খেলতে পারব।' এখন দেখার, এবারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে কেমন পারফরম্যান্স করতে পারে।

তৃতীয় স্থানের ম্যাচে নজর থাকবে লুকাকুর দিকে

মস্কো, ১২ জুলাই : বিশ্বকাপের আসরে পরপর দুটি ম্যাচে জোড়া গোল করে রেকর্ড গড়েছেন বেলজিয়ামের স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু।

রাশিয়া বিশ্বকাপে প্রথম দুটি ম্যাচে জোড়া গোল করে লুকাকু স্পর্শ করলেন মারাদোনাকে। প্রথম ম্যাচে পানামার বিরুদ্ধে দলের তিন গোলের মধ্যে জোড়া গোল তাঁর। রাশিয়া বিশ্বকাপের আসরে প্রথম দুটি ম্যাচে জোড়া গোল করে মারাদোনার রেকর্ড স্পর্শ করছেন বেলজিয়ামের স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোর বিশ্বকাপে মারাদোনা টানা দুটি ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন। মারাদোনা আর্জেন্টিনার হয়ে গোল করেছিলেন ইংল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। এরপর লুকাকু হলেন প্রথম ফুটবলার যিনি রাশিয়া বিশ্বকাপে টানা দুটি ম্যাচে জোড়া গোল করে পানামা ম্যাচের পর তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেন লুকাকু। প্রথম দুটি ম্যাচে জোড়া গোল করে রেকর্ড গড়লেও গ্রুপের শেষ ম্যাচে চোটের জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি লুকাকু। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চোট নিয়ে মাঠে নামতে না পারলেও কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল এবং সেমিফাইনালে মাঠে নেমেছিলেন লুকাকু।

কিন্তু দুটি ম্যাচে গোল করা তো দুরের কথা লুকাকুর পারফরম্যান্সও খুব একটা নজর কাড়তে পারেনি। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁকে ঘিরেই ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন বেলজিয়াম কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। কিন্তু ফরাসিদের বিরুদ্ধে সেভাবে ভাল পারফর্ম করতে না পারলেও তৃতীয়-চতুর্থ স্থান নির্ধারণ ম্যাচে কিছু করে দেখানোই লক্ষ্য লুকাকুর। এখন দেখার শেষ দুটি ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে লুকাকু তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণ ম্যাচে গোলের সরণিতে ফেরেন কি না।

বার্সেলোনার ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্ডি মাস্টার এবং এরিক অ্যাডামলের সঙ্গে ফুটবলার আর্থার মেলো। তিনি ২০১৮-১৯ মরশুমে বার্সেলোনার হয়ে খেলবেন।

ভারতের টার্গেট ২৬৯

ট্রেন্ট ব্রিজ, ১২ জুলাই: প্রথম একদিনের সিরিজে ভারতের হয়ে প্রথম খেলতে নামলেন সিদ্ধার্থ কউল। ভুবনেশ্বর কুমারের চোট থাকায় সিদ্ধার্থ কউলকে খেলার সুযোগ দেন অধিনায়ক কোহলি। এদিন টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। যেমনটা শোনা যাচ্ছিল, ঠিক তেমনই তিন নম্বরে খেলানোর জন্য ফর্মে থাকা কেএল রাহুলকে দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জেসন রয় ও ব্রেইস্টো ওপেনিংয়ে ৭৩ রান যোগ করে। রয় ৩৮ রানে আউট হওয়ার কিছুক্ষণ পর ব্রেইস্টোও ৩৮ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। জো রুট এদিন ব্যাট হাতে ব্যর্থ। মাত্র ৩ রান করে কুলদীপের বলে এলবিডব্লু হয়ে ফিরে যান। এরপর অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যান ১৯ রান করে যজুবেন্দ্র চহ্বালের বলে রায়নার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। এরপর ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন বেন স্টোকস ও জস বাটলার। বাটলার ৫১ বলে ৫৩ রানের একটি ইনিংস খেললেও খুব ধীর গতিতে ব্যাট করেন বেন স্টোকস। ১০৩ বল খেলে নিজের অর্ধশতরান পূরণ করেন তিনি। ব্যাট করতে নেমে ব্যর্থ ডেভিড উইলি। শেষের দিকে কিছুটা চেষ্টা চালায় মঈন আলি। ২৩ বলে ২৪ রান করেন তিনি। আদিল রশিদ ১৬ বলে ২২ রান করেন তিনি। প্লাঙ্কেট ১০ রান করেন। বল হাতে কুলদীপ যাদব ৬টি উইকেট, উমেশ যাদব ২টি ও চহ্বাল ১টি উইকেট নিয়েছেন। ইংল্যান্ড ৪৯.৫ ওভারে ২৬৮ রান করেছে।

ইস্টবেঙ্গলের বর্ষসেরা ফুটবলার হলেন আমনা

স্টাফ রিপোর্টার: গোটা মরশুমই দলের হয়ে ভাল খেলেছেন আল আমনা। এই সিরিয়ান ফুটবলারটির ধারাবাহিকতা ছিল চোখে পড়ার মতো। এবার ইস্টবেঙ্গলের বর্ষসেরা পুরস্কার পাচ্ছেন আল আমনা। ইস্টবেঙ্গল দিবসে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। পাশাপাশি জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। ১৯৭৪ সাল থেকে টানা পাঁচ মরশুম ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে খেলেছেন তিনি। ১৯৭৮ সালে ইস্টবেঙ্গলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডুরান্ড কাপ, ফেডারেশন কাপ, বরদলুই ট্রফি জিতেছেন। ১ অগাস্ট তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। আজ বসছে ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরী কমিটির বৈঠক। ওই বৈঠকে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। কোনও ক্রীড়াবিদকে ভারত গৌরব সম্মান দেওয়া হবে কি না, তা এখনও ঠিক হয়নি। গত বছর এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল হকি তারকা ধনরাজ পিল্লাইকে।

প্রতিশোধ নয়, লক্ষ্য বিশ্বকাপ জেতা : দালিচ

মস্কো, ১২ জুলাই : গ্রুপ পর্ব থেকে সবকটি ম্যাচ জিতেই ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ক্রোয়েশিয়া। ফাইনালে তারা খেলবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। আর ক্রোয়েশিয়া-ফ্রান্স ম্যাচ মানেই উঠে আসে ১৯৯৮ বিশ্বকাপের কথা। যে বিশ্বকাপে ক্রোটরা দুরন্ত পারফরম্যান্স করলেও সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে ১-২ গোলে হেরে শেষ পর্যন্ত ছিটকে যায়। ১৯৯৮ বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার ডাভর সুকার ৬ টি গোল সোনার বুট জেতেন। সেমিফাইনালেও ফরাসিদের বিরুদ্ধে তিনি গোল করেছিলেন কিন্তু কাজে আসেনি। তাই ১৯৯৮ বিশ্বকাপের জের টেনে সংবাদমাধ্যমে প্রশ্ন উঠছিল প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠা ক্রোয়েশিয়ার জন্য এটি আসলে প্রতিশোধের বিশ্বকাপ। কিন্তু এই যুক্তিকে খারিজ করে দিলেন ক্রোটদের কোচ। সেমিফাইনাল জিতে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিশোধ নয়, তিনি বিশ্বকাপটা জিততে চান। তবে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে এর আগে ১৯৯৮ বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান দখল করাই ছিল এই পর্যন্ত বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার সেরা পারফরম্যান্স। সেই স্মরণীয় দিনটি ছিল ১১ জুলাই। সেই ২০ বছর পর ১১ জুলাইয়েই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে শাপমুক্তি ঘটল জলাটকো দালিচের দল। এখন দেখার ফ্রান্সকে হারিয়ে ক্রোটরা বিশ্বকাপ জেতার স্বাদ পায় কি না।

নেইমারের ভাবনায় কাতার বিশ্বকাপ

মস্কো, ১২ জুলাই : সময়টা একেবারে ভাল যাচ্ছে না ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার নেইমার দ্য সিলভা জুনিয়রের। জার্সি গায়ে ব্যর্থ হওয়ার পর দেশের জার্সি গায়েও রাশিয়া বিশ্বকাপে ব্যর্থ নেইমার। তবু হতাশ হতে রাজি নন, বরং তাঁর ভাবনায় শুধুই সৌদি আরব বিশ্বকাপ।

২০১৪'র বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিল ব্রাজিল। চোটের জন্য জার্মানির বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারেননি নেইমার। তাই এবার চোট সারিয়ে মাঠে নেমে ব্রাজিলকে ছয়বার বিশ্বকাপ এনে দেওয়াই লক্ষ্য ছিল নেইমারের। কিন্তু রাশিয়ার মাটিতে বেলজিয়ামের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে স্বপ্ন ভঙ্গ নেইমার দ্য সিলভা জুনিয়রের। ডার্ক হর্স বেলজিয়ামের কাছে ম্যাচ হেরে স্বপ্ন ভঙ্গ হতেই হতাশায় ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলারটি। ফুটবল বিশ্বের তিন মেগা তারকার কাছেই এবারের বিশ্বকাপ শেষপর্যন্ত অধরা থেকে গিয়েছে। লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ছিটকে গিয়েছিলেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। আর নেইমার ছিটকে যান ঠিক একধাপ উপরে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে। মেসি হারের পর মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এলএমটেনের ফুটবল ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা রয়েছে।

জল্পনা রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও। সিআর সেভেনের ক্লাব বদল করায় আপাতত জল্পনার অবসান শেষ। ক্লাব বদল করলেও বিশ্বকাপে পর্তুগালের হার নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি রোনাল্ডো। কিন্তু নেইমার বেশ কয়েকদিন চুপচাপ থাকার পর অবশেষে মুখ খুললেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন বেলজিয়ামের কাছে হারের ঘটনার আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। কারণ আমরা জানতাম বিশ্বকাপে এবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হব। এই হার মানসিকভাবে আমাকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। তবে নেইমার নিশ্চিত ভগবান ফের ভাল খেলার শক্তি জোগাবে তাঁকে। পরের বিশ্বকাপ ২০২২-এ সৌদি আরবের মাটিতে রোনাল্ডো, মেসির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ব্রাজিলিয়াম তারকা। নেইমারের বয়স ২৬। তাই আরও অন্তত দুটি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবেন বলে ধারণা নেইমারের। তাই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরা নাও থাকতে পারে নেইমারের।

তৃতীয় স্থান অর্জনই লক্ষ্য: রবার্তো মার্টিনেজ

মস্কো, ১২ জুলাই : প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার সুযোগ ছিল বেলজিয়ামের। কিন্তু সেটা আর হল না। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে ০-১ গোলে হার মানে তারা। তবে এই হারের হতাশা ভুলে তৃতীয় হয়ে আসর শেষ করতে চান বেলজিয়াম কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। তিনি বলেছেন, ফুটবলে হার-জিত থাকবে। আমরা হেরে গেছি এটাই বাস্তব। মাত্র একটা ম্যাচ বাকি ছিল, আমরা নিজেদের ফাইনালে দেখতে চেয়েছি, যা আমাদের ফুটবল ও দেশের জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল। মার্টিনেজ বলেছেন, খেলোয়াড়রা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছে। পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে তারা। এই ম্যাচে খুবই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। দুই দলেরই জয়ের সম্ভাবনা ছিল। আমরা তাদের প্রত্যেকটা আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করেছি। আমরাও আক্রমণ করেছি কিন্তু ফ্রান্স যেভাবে রক্ষণ সামলেছে সেজন্য তাদের কৃতিত্ব দিতে হবে। আমাদের গোল করার জন্য তারা সেরকম সুযোগ দেয়নি। ভীষণ হতাশায় আমাদের

ড্রেসিংরুম এখন খুবই দুঃখে রয়েছে। তবে আমি চাই না আমার দলের কোনও খেলোয়াড়ই হতাশ হয়ে পড়ুক। কিন্তু এই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ছেলেরা হতাশ, কেননা তারা সেমিফাইনালে হেরেছে এবং এখন ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে আরেকটা ম্যাচ খেলা তাদের পক্ষে কঠিন। তৃতীয় হয়ে বিশ্বকাপ শেষ করতে যাওয়ার সুযোগও সচরাচর সবার আসে না। বেলজিয়াম ফুটবলে এটা ১৯৮৬ সালে একবারই ঘটেছিল যখন আমরা চতুর্থ হয়ে শেষ করেছিলাম। আমাদের বোঝা দরকার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এবারের বিশ্বকাপে 'জি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্বে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে বেলজিয়াম। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে জাপানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে তারা। গত বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ০-১ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিল রেড ডেভিলসরা। এখন দেখার ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান বেলজিয়াম অর্জন করতে পারে কি না।

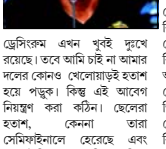

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা